আর্টফাইন, ভল্যুম-০৭, পৃ. ২৭ - ৪৬, ISSN: 2706-6193

তেল রঙের ইতিহাস, উপকরণ ও করণকৌশল : একটি পর্যবেক্ষণ

শারমিন জামান*
জান্নাতুল ফেরদৌস

[**সার-সংক্ষেপ:** শিল্প মাধ্যমগুলোর মধ্যে তেল রঙ বিশেষ আবেদন প্রাপ্ত একটি মাধ্যম। গুহার দেওয়ালে ছবি আঁকার ধারা প্রচলনের অনেক পরে গুহা মানবেরা পিগমেন্ট ব্যবহার শুরু করেছিল। কালের ধারাবাহিকতায় সভ্যতার বিবর্তনের দ্বারা ছবি আঁকার মাধ্যমরূপে পিগমেন্টের সাথে তেলের সংমিশ্রণ ঘটে। বলা যেতে পারে, তেলরঙের ইতিহাস সুপ্রাচীন। চিত্রশিল্পে তেলরঙের ব্যাপক ব্যবহার রেঁনেসা পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয়ান চিত্রকরদের চিত্রকর্মে দেখা যায়। পরবর্তীতে তেল রঙের জনপ্রিয়তা পাখা মেলে বিশ্বজুড়ে; যা প্রবাহমান। বর্তমানে আরও বিভিন্ন মাধ্যমের প্রসার ঘটলেও তেলরঙ তার নিজস্ব আভিজাত্য নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তেল রঙের ইতিহাস জানার সঙ্গে উপকরণ, করণকৌশলগত দিকগুলো শিল্পশিক্ষার্থীদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। আবহাওয়ার বিবেচনায় আমাদের দেশে তেলরঙের প্রতি শিল্প শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে কিন্তু সঠিকভাবে তেলের ব্যবহার করলে পেইন্টিং-কে দীর্ঘদিন ভালো রাখা সম্ভব। শিল্পশিক্ষার্থীদের এ বিষয় নিয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্য বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে গবেষকরা মনে করেন।]

১. ভূমিকা

শিল্পকর্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পার্থক্যই শুধু নয় শিল্পীর উদ্দেশ্য, উপকরণ ও সাধনার এক অনন্য মেলবন্ধন চোখে পড়ে। উপকরণ ও শিল্প মাধ্যমের বৈসাদৃশ্যতার সাপেক্ষে শিল্পকর্মের নামকরণ করা হয়। কিন্তু তার নিজস্ব কিছু সীমা পরিসীমা, বিধিনিষেধ,

* **শারমিন জামান :** সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, **ই-মেইল :** sharmin.zaman@juniv.edu

** **জান্নাতুল ফেরদৌস :** সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, **ই-মেইল :** jannatul.ferdous@juniv.edu

করণকৌশলগত জায়গা স্বীকার করার মাধ্যমেই শিল্পকর্মে মূল্য ও মানবিক বোধের দেখা মেলে। তেলরঙ জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় শিল্প মাধ্যম। রঙ বা পিগমেন্টের সাথে তেল মিশিয়ে করা হয় জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে ‘তেল রঙ’। এটি একটি Slow drying পদ্ধতি। রঙের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা এবং রঙকে নরম করার জন্য তেলের ব্যবহার তেলরঙের প্রাথমিক উপকরণ। ইতিহাস থেকে জানা যায়, গুহা মানবেরা পিগমেন্ট ব্যবহার শুরু করে এবং ধীরে ধীরে এর সাথে বিভিন্ন উপকরণের মিশ্রণে তেলরঙ জৌলুসপূর্ণ মাধ্যমে পরিণত হয়। পিগমেন্টের সাথে বাইন্ডার স্বরূপ তেল মিশিয়ে তেলরঙ ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়। কাঠের পাটাতনে টেম্পারা করা হত ডিমের কুসুমের সাথে পিগমেন্ট মিশিয়ে। পরবর্তীতে পিগমেন্টের সাথে তেলের মিশ্রণে শুরু করা হয় তেলরঙ। ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রথমদিকে অলিভ অয়েল, আখরোটের তেল, পোস্তবীজের তেল ব্যবহার করা হত। ধীরে ধীরে রূপান্তরের দ্বারা নানারকম তেল এখন ব্যবহার করা হয়। তেলচিত্র করার উপকরণ স্বরূপ ব্রাশ, ক্যানভাস, থিনার, সলভেন্ট, বার্নিশ প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ক্যানভাসে গ্রাউন্ড প্রিপারেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু জেসো দিয়ে শুকিয়ে কাজ শুরু করলেই হবে না; সঠিক পরিমান মিশ্রণ ব্যবহার করে প্রসেসিং এর মাধ্যমে গেলে তেলরঙ দীর্ঘদিন ভালো রাখা সম্ভব। প্রাচ্যে আধুনিক শিল্পীরা তেলরঙ এর ব্যবহার শুরু করলেও তেলরঙ বিষয়ক প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় খুব একটা নেই বললেই চলে। কৃষ্ণলাল দাশের ‘শিল্প ও শিল্পী’ (১ম খন্ড), ড. আব্দুস সাত্তারের ‘শিল্প শিক্ষা: শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি’ বইগুলোতে কিছু তথ্য রয়েছে, যা পর্যাপ্ত নয়। বিধায় মূলত ইন্টারনেট এবং স্বল্প সংখ্যক পুস্তকের সহায়তায় প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। শিল্পশিক্ষার্থীরা অনেকক্ষেত্রে একাডেমিক নিয়ম না মেনে তেলরঙ করে থাকে। এ গবেষণা শিল্পশিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত হলে তাদের ব্যবহারিক কাজে সহযোগিতা করবে। এটিই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।

২. ইতিহাস

তেলরঙ সর্বপ্রথম কখন কোথায় ব্যবহৃত হয়েছিল, তার সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয়ে থাকে, ৭ম শতকের প্রথম দিকে তেলরঙে তেলের ব্যবহার শুরু করা হয়। আফগানিস্তানের বামিয়ান উপত্যকায় বেশকিছু তেলরঙের ছবির নমুনা পাওয়া যায়। যেগুলো প্রায় ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে আঁকা (https//davidcharlesfox.com/the history of oil paint pigments)।

চিত্র ১ : Handout picture from 2008, released from the Japanese National Research Institute for Cultural Properties, shows an oil painting of a Buddhist image, discovered in a cave in Afghanistan's Bamiyan. (Photo via Japanese National Research Institute for Cultural Properties: AFP)

জাপানিজ ন্যাশনাল ইন্‌সটিটিউট ফর কালচারাল প্রোপার্টিজ ২০০৮ সালে একটি তৈলচিত্র প্রকাশ করে, যাতে বুদ্ধের প্রতিকৃতি চিত্রিত ছিল। ধারণা করা হয়, আখরোটের তেল অথবা পপিসিড তেল ব্যবহার করে করা প্রথম তৈলচিত্র ছিল এটি। পিগমেন্টের পরবর্তীতে সবথেকে বেশি আলোড়ন তোলে তেলরঙ (Oil Color)। ইতালিয়ানরা আরথ পিগমেন্টের সাথে আমবার এবং রোসটিংসিনা ব্যবহার করে রঙকে উন্নত করে তোলে। তেলরঙ এর ব্যবহার শুরুর পূর্বে টেম্পারা সাধারণত কাঠের মসৃণ পাটাতনের উপর করা হত। পূর্বের ফ্রেস্কো সেক্কো পদ্ধতিতে টেম্পারা করা হত। শুধু পার্থক্য ছিলো সেক্কো করা হতো দেয়ালে আর টেম্পারা করা হতো কাঠের পাটাতনের উপর। টেম্পারা মাধ্যমে বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহার করা হতো ডিমের কুসুম। পিগমেন্টের সাথে ডিমের কুসুমের ব্যবহারের পরিবর্তে তেলের সার্থক ব্যবহার চিত্রশিল্পের ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। রেঁনেসার ১ম দিকে ১৫ শতাব্দীতে শিল্পী ভ্রাতৃদ্বয় হুবার্ট ও ইয়ান-ভ্যান-আইক (১৩৬৫-১৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ ১৩৯০-১৪৪১ খ্রিষ্টাব্দ) ডিমের কুসুমের পরিবর্তে রঙকে তেল দিয়ে গুলিয়ে কাজ শুরু করেন। তিসি ও অলিভ তেলকে তেলচিত্রের রঙ প্রস্তুতের উপযোগী বলে স্থির করেন। তাদের এই পদক্ষেপ চিত্রশিল্পে নবযুগের সূচনা করে।

কৃষ্ণলাল দাশের 'শিল্প ও শিল্পী' ১ম খন্ড বই থেকে জানা যায়-নানারকম তেলের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে দেখেছেন, ছবি হয়তো আঁকা যায়, কিন্তু তা স্থায়ী হয় না, ঝরে যায় বা ফেটে যায়। তারপর কাজের জন্য রোজ নুতন করে রঙ বানানোও খুব কষ্টকর। একদিন রঙ বানিয়ে পোস্টারের মত সাদা রঙ মিশিয়ে যাতে কাজ করা যায়। এ ছিল তার উদ্দেশ্য - এমন তেলের সন্ধান নিতে হবে যা শীঘ্রই শুকোবে না। তেল আবিষ্কার করে ভেবেছিলেন তা লুকিয়ে রাখবেন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি- যে কোনোভাবে তা ইওরোপে প্রচারিত হয়ে যায় (দাশ, ১৯৯০:১১৮)।

পরবর্তীতে Northern Europe এবং Italy তাদের পথ অনুসরণ করে। আইক ভ্রাতৃদ্বয়কে তেলরঙের আদি ব্যবহারকারী বলা হলেও ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্বাব্দে আঁকা গুহাতে তেলরঙের উদাহরণ যে আবিষ্কৃত হয়েছিল তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। উদ্ভাবকরূপে হিউবার্ট ও জন আইক "মেষশাবকের পূজা" বা "অ্যাডারেশন অফ দ্য ল্যাম্ব" একটি তেলরঙে চিত্র অঙ্কন করেন। সেট বেভন গীর্জায় চিত্রখানা রক্ষিত আছে। বিশ্বের তৈলচিত্রের মধ্যে এই চিত্রটিকে "আদি চিত্র" বলা হয়। আদি চিত্রকর হিসেবে হিউবার্ট ও জন দুজনেই চিত্রটি অঙ্কন করেন। কিন্তু হিউবার্টের মৃত্যুর পর জন আইক কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে আইক ভ্রাতৃদ্বয় তেলরঙ এর এতটাই উন্নতি সাধন করেন যে, পরবর্তী সময়ে শিল্পীরা তেলরঙ ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে উঠেন।

গ্রিক, রোমান ও ইজিপ্‌শিয়ানরা ভেষজ তেল ব্যবহার করে তেল তৈরি করত কিন্তু এ বিষয়টির কোন সঠিক প্রমাণ জানা যায়নি। এ সময় লিনসিড ওয়েল বা তিশির তেলও ব্যবহার করা হত না। রঙে মিশিয়ে কাজ করলে ঘোলাটেভাব দেখা যেত। সেই সাথে খুবই ধীরে শুকানো এবং চিত্রে ফাটল দেখা দিত। Action Amideuse গ্রীক লেখক তেলের ব্যবহারের রেসিপি লিখে রেখেছিলেন (https;//en.wikipedia.org/wiki/oil-paint)।

১৩ এবং ১৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এর সময় টেম্পারা চিত্রে তেলের ব্যবহার করা হত। কিন্তু অত্যন্ত ধীরগতিতে শুকানোর জন্য প্রাথমিক উপাদান হিসেবে আর ব্যবহার করা হতো না। ১৬ শতকে নেদারল্যান্ডে তেলচিত্র নির্দিষ্ট একটি জায়গায় এসে দাঁড়ায়। তবে সাধারণ অর্থে ভাসারীর দাবি ছিল জানভ্যান আইক তেলচিত্রের আবিষ্কারক। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য প্রমাণে দেখা যায় তিনি এ মাধ্যমে সবচেয়ে দক্ষ ও প্রতিভাবান ছিলেন।

৩. উপকরণ

ক্যানভাস বানানো, ক্যানভাসের কাপড়ের ধরন, গ্রাউন্ড প্রিপারেশন, ব্রাশের প্রকার, থিনার, বার্নিশ, রঙের সাথে তেলের মিশ্রণ প্রধান ও অন্যতম উপকরণ। ১৯শতকে আমেরিকান আর্টিস্ট Jhon G. Rand (1801-1873) তেলরঙের টিউব আবিষ্কার করেন (https://www.lindahall.org)। আমরা যে তেল রঙ পাই তা পূর্বে ছিল ডাস্টরূপে।

পিগমেন্টের সাথে তেলের ব্যবহারের পরিমাণ থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে সম্পর্কে জানা অত্যাবশ্যক।

৩.১ তেলের পিগমেন্ট

রঙের ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক সময়কাল থেকেই আমরা দেখতে পাই। গুহা মানবেরা গুহাতে ছবি আঁকতে রঙের সাথে বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহার করত পশুর চর্বি। গুহা চিত্রগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রধান রঙ ছিল ৪টি; যথা- লাল, হলুদ, কালো ও সাদা। লাল মাটি ও হলুদ মাটির সাথে চর্বি মিশিয়ে লাল ও হলুদ রঙ ব্যবহার করা হত। এছাড়াও সাদা রঙ ও কালো কার্বনকে প্রক্রিয়াজাত করে সাদা ও কালো রঙ তৈরি করা হত। এ রঙগুলোকেই বলা হয় ‘পিগমেন্ট’। স্পেনের ‘আলতামিরা’, ইন্দোনেশিয়ার ‘স্যুলোয়েসি’ এবং ফ্রান্সের লাসকাক্সে প্রথম দিকের গুহা চিত্রগুলোতে দেখা মেলে। ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইজিপসিয়ানরা এবং চাইনিজরা সতর্কভাবে এ বিষয়ে কাজ করা শুরু করেন। তারা পিগমেন্টগুলোকে আরো পরিষ্কার করে রঙ প্রস্তুত করা শুরু করে, যাতে রঙগুলো অনেক বেশি উজ্জ্বল ছিল। ইজিপসিয়ানদের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হল ইজিপসিয়ান ব্লু-যা প্রথমে ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। সমুদ্রের বালি এবং কপার দিয়ে এ রঙ তৈরি করেছিল। প্রাকৃতিকভাবে ম্যালাকাইট, আজুরাইক এবং সিনাবার থেকে উজ্জ্বল লাল রঙ ব্যবহার করে শুরু হয়েছিল। ইজিপসিয়ানদের পরে গ্রীক ও রোমানরা রঙ এ কিছু উন্নতি সাধন করে। মিউরক্স স্নেইল (Murex Snails) থেকে রোমানরা তাইরিয়ান পারপেল (Tyrian Purple) রঙ ব্যবহার শুরু করে। এটিকে তারা আভিজাত্যের প্রতীক স্বরূপ ব্যবহার করত। এদিকে গ্রিকেরা হোয়াইট লেডকে প্রক্রিয়াজাত করে পশুপাখির মলের সাথে ভিনেগারের সংমিশ্রণে নতুন ধরনের মিশ্রণ বানানোর চেষ্টাও চালায় (https://www.winsnewton.com/ha/articles/colours/history of paints)।

রেঁনেসার সময় ইতালিয়ানরা আরথ পিগমেন্টের সাথে রোসেটিংসিনা এবং আমবার ব্যবহার করে লাল রঙকে আরও গাঢ় রঙ বানায় অর্থাৎ বার্নটসিয়েনা এবং বার্নট আমবার। পিগমেন্টের মধ্যে অন্যতম আরেকটি পিগমেন্ট হলো আলট্রামেরিন যা এসেছিল আফগানিস্তানের ল্যাপিস লিজুলি পাথর থেকে। সবচেয়ে গাঢ় এবং সবচেয়ে দামী পিগমেন্ট ছিল এটি। ধীরে ধীরে ১৮ শতকের দিকে প্রযুক্তিগত বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা সিনথেটিক রঙ এর প্রচলন শুরু হয়। ১৭০৪ সালে জার্মান Johann Jacob Diesbuch তার ল্যাবরেটরিতে ভুলবশত প্রুসিয়ান ব্লু রঙ প্রস্তুত করে ফেলেন। ১৮২৮ সালে রসায়নবিদ Jean-Baptiste Gwinet ফ্রেঞ্চ আলট্রামেরিন রঙ তৈরি করেন সুলভাকারে। Jean-Baptiste এর প্রতিষ্ঠান Laclef এর খ্যাতির মূল কারণ ছিল রঙের বিশুদ্ধতা ও উজ্জ্বলতা।

১৯ শতক বা ইম্প্রেশনিজম এর সময় তেলরঙ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। চিত্রকর্মে তেলের অক্সিডেশনের জন্য দ্রুত শুকানোর ফলে সময়ের সাথে টেকসই করা সম্ভবপর হয়। ফলে মধ্যযুগের শেষের দিকে টেম্পারা কৌশলগুলো প্রতিস্থাপন করে তৈলচিত্রের ব্যবহার ত্বরান্বিত হয় এবং ইউরোপে তা ছড়িয়ে পড়ে। গোড়ারদিকের কাঠের পাটাতনের উপর চিত্রকর্ম হতো কিন্তু ১৫ শতাব্দীতে Support হিসেবে ক্যানভাস জনপ্রিয় হবার পর থেকে কাঠের উপর চিত্রকর্ম করা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় Sail Canvas খুবই সহজলভ্য ছিল। এতে সুক্ষ্মভাবে কাজ করা যেত। তাই তেল রঙ এর জনপ্রিয়তা ইতালি হতে উত্তর দিকে বিস্তার লাভ করে। ১৫ শতকে ভেনিসে এর বিস্তার ঘটে। ১৫৪০ শতকে পূর্ববর্তী পদ্ধতিতে কাঠের প্যানেলে টেম্পারা করা হলে তা লুপ্ত হয়ে যায়। ইতালিয়ানরা দেওয়ালে ফ্রেস্কো করলেও উত্তরীয় আবহাওয়ার জন্য তা স্থায়ী হতে পারেনি।

৩.২ তেলের পরিচিত

তৈলচিত্র প্রস্তুত করার প্রধান উপকরণ বলা যায় ৩টি; যথা-পিগমেন্ট, বাইন্ডার এবং সলভেন্ট। পিগমেন্ট হলো যা পাউডার আকারে থাকে। বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহার হয় বিভিন্ন প্রকার তেল এবং দ্রাবক হিসেবে বেশিরভাগ সময় ব্যবহৃত হয় টারপিন বা খনিজ। বাইন্ডার হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো তিসির তেল বা লিনসিড অয়েল। এছাড়াও আছে ওয়ালনাট তেল, র‍্যাপসিড তেল, সানফ্লাওয়ার, পপিসিড তেল, ক্যাস্টর তেল, সাফফ্লাওয়ার, পেরিল্লা তেল, টাং তেল (চাইনিজ কাঠের তেল), ওইটিকিকা তেল (https;//www.martin-missfeldt.com)। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সিনথেটিক তেল তো রয়েছেই।

সাধারণ তাপমাত্রায় যে তেলগুলো পরিশোধিত হয় সেগুলোকে drying oil. বলে; যেমন- Linseed, Poppy, Walnut, Sunflower and Safflower অন্যান্য তেলগুলো সাধারণ তাপমাত্রায় পরিশোধিত থাকে না। Drying oil তেল রঙ এ ছবি আঁকার প্রধান উপাদান। তাই ছবিতে যত বেশি তেল ব্যবহার করা যাবে, ছবি তত বেশি স্বচ্ছ ও চকচকে হবে। সূর্যের তাপমাত্রায় এই drying oil গুলোর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রোদে উত্তপ্ত তেলগুলো কে বলা হয় "Sun-bleached oil or "Sun thickened oil" উত্তপ্ত তেলটিকে বলা হয় Stand oil.

৩.২.১ তিশির তেল (Linseed oil)

তেলরঙের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তেলগুলোর অন্যতম হলো তিশির তেল বা Linseed oil। এটা ক্যানভাসে খুব তাড়াতাড়ি শুকায় এবং এর শোষণ ক্ষমতা অনেক বেশি। তবে এই তেলের হলুদ হওয়ার প্রবণতা হলো সবচেয়ে দুর্বল দিক। এক থেকে দুই সপ্তাহ পর হলদেভাব থেকে আরও গাঢ় রঙ এর দিকে যেতে

থাকে। এজন্য অনেকেই হালকা রঙ; যেমন- হলুদ বা সাদা-র জন্য তিশির তেল ব্যবহার করেন না। তিশির তেলকে উত্তপ্ত করে যে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার তেল পাওয়া যায়, একে বলে Sun-bleached oil বা Refine oil। প্রস্তুতকারকেরা শক্তিশালী ক্যামিকেল ব্যবহার করেন। কারণ অনেক কলাকুশলী মনে করেন, রোদ্রে উত্তপ্ত হওয়া হয়তো তেলের ভাল গুণাগুণ নষ্ট করে দেয়। শিল্পীরা অনেক সময় অপরিশোধিত তেল কিনে এবং নিজেদের মত করে পরিশোধিত করে নেন, তারা - 0^{03}C থেকে - 2^{03}C তাপমাত্রায় ৩-৪ দিন ঠাণ্ডা করে তেল পরিশোধিত করে। একে সাধারণত বলা হয়ে থাকে Cold- pressed Linseed oil. এতে 20% - 30% pure oil থাকে (https://www.britannica.com)।

৩.২.১.১ রোদে ঘন তেল (Sun thickened Oil)

Painters মূল লিনসেড তেলকে সূর্যরশ্মিতে উত্তপ্ত করে। এতে প্রায় ৩-৪ মাস সময় লাগে। এই সময় তেলগুলো শুধুমাত্র Sun-Refined বা Sun-bleached হয়। এর পরে বাতাসের সংস্পর্শে জারিত হয়ে আঠালো হয়ে আসে। তাই মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে হয়। এরপর ফিল্টার বা ছাঁকনিতে ছেঁকে ব্যবহার করলে চিত্রে হলুদভাব কম দেখায়।

৩.২.১.২ Standard Oil

Standard Oil (একে মাঝে মাঝে বলা হয়ে থাকে Polymerized Oil) সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রায় (২৫০ থেকে ৩৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড-এ) পরিশোধিত করা হয়। কারণ, তেলে অক্সিজেন-এর পরিমাণ কম এবং শুকাতে অনেক বেশি সময় লাগে। এটা ঘন, ব্রাউন ও অনেকটা এ্যানামেল রঙ এর মত। ছবিতে চাকচিক্য বাড়ানোর জন্য Standard Oil ব্যবহার করা হয়। তবে অনেকে বলেন, বর্তমানের Standard Oil ঐতিহ্যবাহি Standard Oil থেকে ভিন্নতর।

৩.২.২ পোস্ত তেল (Poppy Oil)

পপি ফুলের বীজ থেকে তৈরি হয় Poppy oil, বর্তমানে এটি বেশ জনপ্রিয়। পপি ওয়েলের সুবিধা হল এটা লিনসিড থেকে ভিন্ন অর্থাৎ পপি তেলের স্তরের রঙ কখনও পরিবর্তন হয় না। এটা অনেক বেশি স্বচ্ছ, কালার মেশালে মাখনের মত হয়ে যায়, মোলায়েম হয়, পুরুত্ব কম এবং ট্রান্সপারেন্সি বেশি। পপি তেল কখনও নিচের লেয়ারের জন্য ব্যবহার উপযোগী নয়। Linolenic acid লিনসিড oil এর মধ্যে পাওয়া যায়। এই এসিড বাতাসে অক্সিজেনের সাথে মিশে থাকে এবং খুব ভালো শুকানোর কার্যক্ষমতা বাড়ায়, কিন্তু হলদেটে ভাবের প্রবণতা বাড়ায়। Linolenic acid পপিওয়েলে পাওয়া

যায়। Linseed oil এ 60% Linolenic acid পাওয়া যায়, Poppyseed oil এ 0% Linolenic এবং 70% Linoleic পাওয়া যায়।

Walnut এ 10 থেকে 15% Linolenic এবং 60% Linolenic এসিড পাওয়া যায় (https://www.lefranbourgeois.com)।

নিম্নে একটি ছকে দেয়া হল।

	Linolenic Acid	**Linoleic Acid**	**Other**
Linseed Oil	6	1 or 2	3
Poppy Oil	0	7	3
Walnut Oil	1	6	3

পপির লেয়ারের উপর কখনওই লিনসিড এর লেয়ার দেয়া যাবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে উপরের লিনসিড তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে আর নিচে পপি-র লেয়ার না শুকানোর পরে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পপি তেল দিয়ে কোনও ভাবেই পুরু করে রঙ paste করা যাবে না। ক্ল্যাসিক্যাল ধাঁচে মিশিয়ে মিশিয়ে কাজ করতে হবে। এতো প্রায় 50% pure oil থাকে।

৩.২.৩ আখরোট তেল (Walnut Oil)

রেঁনেসার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Drying oil হল Walnut oil। লিওনার্দো-দ্যা-ভিঞ্চি এ তেল ব্যবহার করতেন। বিশুদ্ধ Walnut oil আস্তে আস্তে শুকায় ফলে রঙ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু রৌদ্রে বা বাতাসে শুকালে দ্রুত শুকায় এবং রঙ পরিবর্তিত হয় না। Walnut তেলের একটি স্তর এর সহনশীলতা বেশি। এই তেল সবচেয়ে বেশি ট্রান্সপারেন্ট সবচেয়ে বেশি ব্যয়বহুল। এতে তেলের পরিমাণ থাকে প্রায় 60%-67%। হলুদ হওয়ার প্রবণতা লিনসেড থেকে কম কিন্তু পপি-র থেকে বেশি থাকে, তবে ফাটল ধরে না। Wet on wet (ভেজা অবস্থায় কাজ করা/এক Sitting এ কাজ শেষ করা) পদ্ধতির জন্য উত্তম। তবে এই তেল দিয়ে Wet on wet এবং Fat over lean উভয় পদ্ধতিতেই কাজ করা যায়।

৩.২.৪ সূর্যমুখী তেল এবং সুপ্ত তেল (Sunflower and Sufflower Oil)

অনেকটা পপি-র মতোই গাঢ় রঙ এর কোনও ভাবেই পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ হলুদ হওয়ার প্রবণতা খুবই কম। বর্তমানে রঙ এর Tube এ বাইন্ডার হিসেবে এই তেল ব্যবহার করা হয়। কারণ পপি তেলের দাম অনেক বেশি। সূর্যমূখী ও হলুদাভাব বুনো ফুল থেকে উৎপাদিত তেলগুলোর স্বচ্ছতা বেশি। এতে 50% pure oil বিদ্যমান। ২০ শতাব্দী থেকে Sufflower oil তেল রঙ এর মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। এই তেল সম্পর্কিত কোন সমস্যা এখনও শোনা যায়নি। এর শুষ্কতার ধরণ ধীর কিন্তু পপি থেকে বেশি।

৩.৩ উপরিতল (Surface)

ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই, গুহাবাসীরা দেওয়ালে তৈলচিত্র অঙ্কন করেছেন। দেওয়ালে তৈলচিত্র থেকে ধীরে ধীরে তারা কাঠের পাটাতনে তেলরঙ, দেওয়ালে টেম্পারা, ফ্রেস্কো সেক্কো পদ্ধতিতেও চিত্র রচনা করেছেন। সারফেস বা support এর পরিবর্তনের দ্বারা তৈলচিত্র বিকাশ লাভ করে। অর্থাৎ ১৫শ শতকের দিকে ক্যানভাসের প্রচলন যুগান্তকারী সার্থকতা বয়ে আনে তৈলচিত্র মাধ্যমে। বলা যায় ক্যানভাস হলো- তেল রঙের সহায়কপৃষ্ঠ যা সমান ও টেক্সাচারযুক্ত।

Cannabis এর পরিমার্জিত শব্দ Canvas। Canvas আসলে পাট বা শনের তৈরি মোটা কাপড়। Cannabis পাট গাছের মত দেখতে গাছ যার ডালের আঁশ যা দিয়ে Canvas এর কাপড় তৈরি হয়। প্রথমদিকে Cannabis থেকে Canvas তৈরি হতো। কিন্তু এর কোনো উদাহরণ আমরা দেখতে পাইনা। পরবর্তীতে hemp থেকে ক্যানভাস তৈরি হয়। ধারণা করা হয় ১৪১০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে “French Madonna with Angels” চিত্রকর্মটি ক্যানভাস আঁকা প্রথম তৈলচিত্র যা উদাহরণ হিসেবে পাওয়া যায়। এটি hemp canvas যা বার্লিনের Gremaldegalenie মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে (https://ourpastimes.com/the history of canvas paintingby:Stacy Taylor)।

৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চিত্রকরেরা ক্যানভাস ব্যবহার করে আসছেন। ক্যানভাস কাপড় তৈরি হয় দু’রকম উপাদান থেকে লিনেন ও কটন। লিনেন কাপড় দামি, মসৃণ এবং চিত্রাঙ্কন করার জন্য ছিল উপযুক্ত কিন্তু, প্রসারিত করা কঠিন ছিল। ক্লাসিক্যাল চিত্রকরেরা লিনেন ক্যানভাসে ছবি আঁকেন। অন্যদিকে কটন, লিনেন থেকে অনেকাংশেই কম দামি এবং স্ট্রেচ করা সহজতর।

লিনেন ক্যানভাসের কাপড় Flags গোত্রের গাছ থেকে তৈরি হয়। Linseed এর ফাইবার থেকে লিনেন কাপড় তৈরি হয়। লিনেন কাপড়ের Flags এর বৈজ্ঞানিক নাম হল Linum Usitatissimum. এই কাপড়ের বিশেষত্ব হল নরম এবং দীর্ঘস্থায়ীতা বেশি (http://langridgecolours.com) ।

কটন ক্যানভাস এর কাপড় শন দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। ক্যানভাসের কাপড়টি অন্যান্য ভারী কটন কাপড় থেকে আলাদা। ভারী কটন এর দুটি ধরন রয়েছে যথা- (i) Plain Weave (ii) Twill Weave (যেমন-Denim) (https://sewport.com)

Plain Weave দিয়ে painting করা যায়। কিন্তু Denim দিয়ে করা যায় না এর Cross বুনটের কারণে। বুনটের উপর ভিত্তি করে ক্যানভাস আবার দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা: (i) Plain (ii) Duck

Duck ক্যানভাস অনেক মোটা, ভারী ও শক্ত বুনটের। Duck শব্দটি এসেছে Dutch world for cloth, doek থেকে। U.S.A-এ ক্যানভাসকে দু’টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। একটি হল Weight (প্রতি স্কয়ারে আউন্স), অপরটি হল ক্যানভাসের

gradenumber। Weight এর দিক দিয়ে ক্যানভাস দুই ধরনের। যথা- (i) Lite Canvas (ii) Heavy Canvas.

এক্ষেত্রে Grade number উল্টা দিক দিয়ে আসে, যদি 10 হয় তাহলে Canvas Lite কিন্তু যদি 4 হয় তাহলে Canvas Heavy হবে।

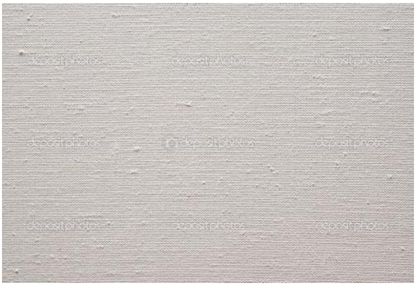

চিত্র ২: লিনেন ক্যানভাস

চিত্র ৩: কটন ক্যানভাস

কটন কাপড় দিয়ে তৈরি ক্যানভাসের সহজলভ্যতা এবং খুব সহজে বহন করা যায় জন্য অধিক জনপ্রিয়। কাঠের ফ্রেম তৈরি করে চারদিকে কাপড় টেনে পিছনে পেরেক বা স্ট্যাপলার দিয়ে টানটান করে আটকানো হয়। কাঠের তৈরি ফ্রেমকে বলা হয় ‘স্ট্রেচার’ বা ‘স্ট্রেটনার’। ক্যানভাস তৈরি হলে painting করার জন্য প্রস্তুত করা হয়।

৩.৪ ব্রাশ

যেকোন চিত্র মাধ্যমে ব্রাশ গুরুত্বপূর্ণ। আদিম যুগ থেকেই Tempara, Water Color সহ সকল মাধ্যমেই ব্রাশের ব্যবহার ছিল। গুহা মানবেরা বাঁশের ফুঁকায় ফুঁ দিয়ে ব্রাশের ব্যবহার করত। তাদের হাত এবং পাথর ব্রাশের কাজে ব্যবহার করতেন অর্থাৎ হাত এবং পাথর দিয়ে তারা চিত্র অঙ্কন করতেন। চাইনিজরা সর্বপ্রথম ব্রাশ আবিষ্কার করেছিল। তারা গাছের ডাল থেত্লে ব্রাশিং করলেও পরবর্তীতে নতুন ব্রাশ আবিষ্কার করে বিভিন্ন তন্তু ব্যবহার করে, যেমন- Fitch এর চুল, Mangoose (বেজী)-র লোম।

ব্রাশের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। অর্থাৎ বড় জায়গায় কাজ করার জন্য মোটা, বড় ব্রাশ, আবার সুক্ষ্ম কাজ করার জন্য চিকন ব্রাশ ব্যবহার করা হয। ব্রাশের সাইজের উপর ভিত্তি করে ব্রাশের নাম্বারিং করা হয়। নাম্বারিং একদম কম থেকে বেশির দিকে যায়; যেমন-০০০০ (নাম্বার ০ থেকে ০ এবং ২৪ নং পর্যন্ত মোটা হয়ে থাকে)। ৪ নম্বর

ব্রাশ থেকে ৬ নম্বর ব্রাশ একটু মোটা হয়ে থাকে। তেলরঙ এর প্রথম লেয়ার Background এর ওয়াশ দিয়ে চাপানোর জন্য বড় ব্রাশ ব্যবহার করা হয়। মাঝারি ব্রাশগুলো কিছু ডিটেল কাজ বা আলোছায়া বের করার কাজে এবং একদম ছোট ও চিকন ব্রাশ সুক্ষ্ম ডিটেইল কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ছোট গোলাকার সেবল ব্রাশগুলো সবচেয়ে ভালো।

একটি ব্রাশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমনঃ ব্রিস্টেলস (Bristles), ফিরুল (Ferrule), হ্যান্ডেল (handle) (http://www.montmarte.com)।

৩.৪.১ Bristles: রঙ কে ধরে রাখার জন্য লোম বা চুলগুলো লাগানো থাকে। এগুলো শক্ত হগ এর চুল অথবা সেবল বা নরম প্রাকৃতিক চুলের হয়ে থাকে। সিনথেটিকও হয়ে থাকে।

৩.৪.২ Ferrule: ব্রিসল বা লোম/চুলগুলোকে ধরে রাখার জন্য ধাতব ব্যান্ডকে Ferrule বলে। ব্রিস্টলসহ Ferrule এর রঙ আটকে থেকে শক্ত হয়ে গেলে ব্রাশ নষ্ট হয়ে যায়।

৩.৪.৩ Handle: হ্যান্ডলগুলো লম্বা, ছোট, কাঠ বা প্লাস্টিকের হয়ে থাকে। ব্রাশের হ্যান্ডেলের শেষপ্রান্তকে ধরে চিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে। ব্রাশ দু'টি ধরনের হয়ে থাকে; যথা-ব্রিস্টল এবং সেবল (https://www.craftsy.com)।

ব্রিস্টল ব্রাশ : সকল ব্রাশেই ব্রিস্টল থাকে। শক্ত হুগের চুল/লোম এর হয়ে থাকে বলে স্টিফ হুগ ব্রাশও বলা হয়ে থাকে। যদি চিত্রকর পুরুভাবে ব্রাশ স্ট্রোকে কাজ করেন তবে ব্রিস্টল ব্রাশ দুর্দান্ত কাজ করে।

সেবল ব্রাশ : সেবল ব্রাশগুলো হয় নরম এবং প্রকৃত ওয়েসেল চুল থেকে। যেমন- কাঠবিড়ালী, খরগোশ, প্রকৃতি প্রাণীর লোম সেবল ব্রাশ সিনথেটিক ফাইবারেরও হয়ে থাকে।

চিত্র ৪:Kolinsky sable brash

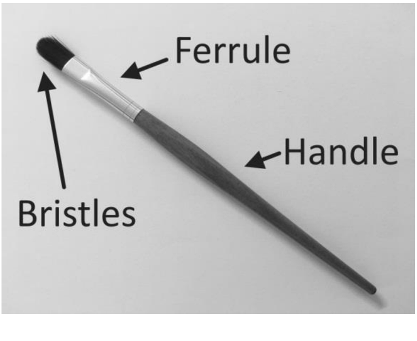

চিত্র ৫: ব্রাশের ভাগগুলো

সবচেয়ে ভালো ব্রাশের মধ্যে অন্যতম হল Kolinsky Sable ব্রাশ, যার Fiber গুলো নেয়া হয় সাইবেরিয়ান মিনক থেকে। আর্টিস্টরা এ ব্রাশকে “Snap” নামে চেনেন। ব্রাশগুলো খুবই টেকসই এবং বেশ ভালো। এ ব্রাশ দিয়ে খুবই ভালো এবং মসৃণ রেখার কাজ করা সম্ভব। সবচেয়ে ব্যয়বহুল ব্রাশ হল Red Sable Brushes যা weasel hair থেকে তৈরি (https://webartacademy.com)।

৩.৫ থিনার

তেল রঙের ক্ষেত্রে ভালো থিনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। থিনার সারফেসে রঙ চাপানোর জন্য সহজীকরণ উপাদান বলা যায়, যা বাইন্ডারের সাথে মিশ্রিত করে নিতে হয়। তবে কম্পোজিশন এবং টেক্সচারের উপর ভিত্তি করে থিনার নির্বাচন করা হয়ে থাকে। সবচেয়ে জনপ্রিয় থিনার হল- লিনসিড তেলের সাথে তারপিনের সংমিশ্রণ। তারপিন তেল রঙের সাথে খুব ভালোভাবে মিশে যায়। রঙ শুকাতেও খুব একটা সময় লাগে না। খুবই সহজভাবে মেশানো যায়। এজন্য solvent হিসেবে অধিক জনপ্রিয়। লিনসিড তেলের সাথে প্রথমাবস্থায় ৬০% তারপিন মিশিয়ে রঙ চাপানো শুরু করে পরবর্তীতে ৫০-৫০ করে তেল ও থিনার মিশিয়ে চিত্রটি শেষ করলে তুলনামূলক দ্রুত শুকিয়ে যায়। অন্যান্য পেট্রোলিয়ামযুক্ত সলভেন্টের তুলনায় তারপিন অনেকাংশেই নিরাপদ। কিন্তু অধিক সময় ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন গুণগতমানের তারপিন পাওয়া যায়; যেমন-Camel company-র তারপিন।

কার্পেনটাইন/ল্যাভেন্ডার অয়েলও ব্যবহার করা হয় থিনার হিসেবে। বর্তমানে জনপ্রিয় থিনার হল Holbein Spike Lavender Oil। ল্যাভেন্ডার ওয়েল ল্যাভেন্ডার প্লান্ট থেকে উৎপাদিত হয়। দ্রবীভূত তেল হিসেবে পরিচিত ল্যাভেন্ডার ওয়েলকে তারপিনের মত সহজে বাষ্পীভূত হয় না এবং এতে অক্সিডাইজ বা আঠার প্রবণতা বেশি হয়।

Alkyd যা Liquin এর মত এক ধরনের সলভেন্ট। অর্থাৎ তারপিনের সাথে অথবা তেল থেকে প্রাপ্ত রেজিন, মদ বা তেলের সাথে মিশিয়ে নিতে হয়। ভিন্ন রাসায়নিক গঠনের কারণে তেলের সাথে আলাদাভাবে পলিমারাইজ করা হয়। Alkyd যোগ করলে তেলরঙের স্তরগুলো খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং পেইন্টিংকে নমনীয় করে তোলে। Alkyd স্তরের জন্য ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়াতে হয় এবং একবার ব্যবহার করলে পরবর্তী সকল স্তরেও ব্যবহার করা জরুরি।

Fat over lean পদ্ধতিতে তেলরঙ করলে সলভেন্ট হিসেবে Cold Wax ব্যবহার করা যায়। শুধুমাত্র Cold Wax ব্যবহার করে Impasto ইফেক্ট আনা সম্ভব (https://www.usaoncanvas.com)।

৪. করণকৌশল ও রীতিপদ্ধতি

জন ও হুবার্ট ভ্রাতৃদ্বয় তেলরঙ এর ব্যবহার জানার পর পদ্ধতি তারা গোপন রেখেছিলেন। যা বেশ কিছুদিন অপ্রকাশিত ছিল। সেজন্যই তাদের পরবর্তী সময়েও বেশ কিছুকাল স্থায়ী ছবির জন্য শুধুমাত্র টেম্পারা পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল।

সুতরাং বলা যায়, তেলরঙ মাধ্যম অবিশ্বাস্যভাবে বহুমুখী মাধ্যম যাতে সুন্দরভাবে চিত্রাঙ্কন করা সম্ভব। ক্যানভাসের উপর জেসো ব্যবহার বা তরল রঙ ব্যবহার যা দ্রুত বা ধীরে শুকায়, শিল্পীদের তার উপর ড্রইং করা থেকেই তেলরঙ করার ধারণা আসে। একটি লেয়ার এর পর আবার আরেকটি লেয়ার দেয়া বা রঙ শুকানোর পর আবার রঙ চাপানো বিভিন্ন পদ্ধতিতে তেলরঙ করা সম্ভব। রীতিপদ্ধতির দিক দিয়ে অনেক ধরনের রীতিতে তেলরঙ করা হয়। তবে প্রধানত দুই ধরনের রীতি পদ্ধতি তেলরঙ এর কৌশলগত দিক দিয়ে অধিক পরিচিত; যথা- Fat over lean এবং wet on wet পদ্ধতি।

৪.১ Fat over lean

Fat over lean অর্থ হল ক্যানভাসে রঙ ও তেলের প্রলেপ দেওয়া হবে এবং পুরোপুরি শুকানোর পর আবার তেলের প্রলেপ দেয়া হবে। যদি তেলের প্রলেপ কম হয় ছবি আঁকানোর একদম শেষে তাতে ফাটল দেখতে পাওয়া যাবে অথবা খোসার মত দেখা দেবে। ফাটল এড়ানোর জন্য Fat over lean তেল রঙের ক্লাসিক্যাল জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বেশি করে তেল এর সাথে রঙ যোগ করে ক্যানভাসে প্রয়োগ করতে হয়। পরবর্তীতে আরও বাড়ানোর ক্ষেত্রে তেলের পরিমাণ ও রঙের পরিমাণ বাড়াতে হয়। প্রথম স্তর ভালোভাবে শুকিয়ে গিয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে যাওয়া যাবে। রঙে তেল বা দ্রাবক মেশানোর অর্থ হল স্তরগুলোর পুরুত্ব নিশ্চিত করা। Fat over lean কোনও painting এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করে না, এটা শক্ত এবং স্থিতিশীল Paint Film বানাতে সাহায্য করে। এ পদ্ধতিকে ইনডাইরেক্ট পদ্ধতিও বলা হয় (সাত্তার,১৯৮৯;৬২)। লেয়ার এর পর লেয়ার দেয়ার কারণে রঙ অতি চমৎকার স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল আকর্ষনীয় হয়ে থাকে।

৪.২ Wet on Wet

Wet on Wet পদ্ধতি বা Alla Prima, যার আক্ষরিক অর্থ হল ভেজার উপর ভেজা। এ পদ্ধতিতে খুব দ্রুত একটি কাজ শেষ করা সম্ভব অর্থাৎ এক বসায় একটি কাজ সম্পন্ন করা যায়। রিয়েলিজম পর্যন্ত Fat over lean পদ্ধতিতে ছবি আঁকা হতো। ইম্প্রেশনিজম এর সময় শিল্পীরা স্টুডিও থেকে বের হয়ে বাইরে যেয়ে ছবি আঁকা শুরু করেন। রঙের Tube আবিষ্কারের পর ইম্প্রেশনিজমের আবির্ভাব হয় এবং শিল্পীরা প্রকৃতি দেখে আঁকা

শুরু করেন। এ পদ্ধতিতে এক ব্রাশে রঙ নিয়ে কাজ শেষ করা সম্ভব এবং একদম শেষে হাইলাইট দিয়ে কাজ শেষ হয়। শিল্পীরা ওপেক বা অস্বচ্ছভাবে রঙ ব্যবহার করে থাকেন, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যেমন খুশি পিগমেন্ট ব্যবহারের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। এমনকি শিল্পী ছুড়ি বা কাপড় ব্যবহার করে ভেজা থাকতেই ইচ্ছা করলে পুরো রঙ টেক্সাচার ফর্ম লেয়ার তুলে নতুন করে আবার কাজ শুরু করেন। লেয়ার ভেজা অবস্থাতেই এ কাজ করতে হবে। লেয়ার শক্ত হয়ে গেলে রঙ তোলা যাবে না। বিখ্যাত চিত্রকর ক্লদ মনেট এ প্রক্রিয়ায় অনেক চিত্রকর্ম রচনা করেছেন।

চিত্র ৬: Sunrise by Claude Monet

চিত্র ৭: Water lily by Claude Monet

অন্যান্য পদ্ধতি : আরও কিছু রীতিপদ্ধতির মধ্যে রয়েছে, Glazing, Chiaroscuro, Impasto, Scumbling, Underpainting, Grisaille প্রভৃতি (https://www.montmarte.com)।

Glazing : এ পদ্ধতিতে তেলের অনেকগুলো স্তরে দেয়া হয়। রঙগুলো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে ক্যানভাসে তৈরি করা হয় যেন। এ পদ্ধতিতে গাঢ় থেকে হালকা রঙ এর ব্যবহার করা হয় মসৃণ ও স্বচ্ছ রাখার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে হাইলাইটগুলো শেষে যোগ করার মাধ্যমে চিত্র শেষ করা হয়।

Chiaroscuro: এ পদ্ধতিতে চিত্রকর্মে হালকা ও গাঢ় দিকগুলোর মধ্যকার বৈসাদৃশ্য থাকে চোখে পড়ার মতো। ছবির কম্পোজিশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোন স্থানে ফোকাস লাইট থাকে, যেখান থেকে শুরু করে বাইরের দিকে চিত্রকর্মের কাজ চিত্রকর্ম শেষ করা হয়। এতে 3D বিভ্রমের তৈরি হয়। রেঁনেসা শিল্পীগণ রেমব্রান্ট, কারভাজ্জিও প্রমুখ Chiaroscuro ব্যবহার করেছেন।

Scumbling: যারা অনেক টেক্সাচার নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য Scumbling, পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয়, ক্যানভাসে পাতলা রঙের স্তর দেয়ার পর শুকনো শক্ত ব্রাশে অল্প রঙ নিয়ে ব্রাশ করা পদ্ধতিই Scumbling। এ পদ্ধতিতে চিত্র কখনওই

মসৃণ হবে না কিন্তু কিছু রঙের স্তরের নিচে কিছু চিত্রকর্ম থাকবেই। শিল্পী টার্নার এ পদ্ধতিতে চিত্রকর্ম চিত্রিত করেছেন।

Underpainting: যারা তেল রঙে প্রথম চিত্র আঁকা শুরু করেছে তারাও সম্পূর্ণ ফাঁকা ক্যানভাসে রঙ লাগানোর সাহস অনেক সময়ই করে ওঠে না। Underpainting সেই ভয়ের বিষয়টি থেকে নতুনদের সাহস যোগায়। খুব পাতলা পেইন্টের স্তরে স্কেচিং করে ড্রইং করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোনটা কোথায় রাখা হবে বা রাখা হবে না তার সিদ্ধান্ত প্রথমেই নিয়ে নেয়া যায়। জ্যান-ভ্যান আইক Underpainting ব্যবহার করতেন।

Grisaille: বর্তমান সময়ে এ পদ্ধতি খুব একটা প্রচলিত নয়। কিন্তু রেঁনেসার সময় ভাস্কর্য চিত্রে এ নিয়ম ব্যবহার করা হত। আলো ছায়া বোঝানোর জন্য কালো, সাদা এবং ধূসর রঙ ব্যবহার করা হত। গ্রেড করে মিলিয়ে তাতে সমন্বয়ক রঙগুলো ব্যবহার করে underpainting করে নেয়া হত। পরবর্তীতে ভিজা রঙ চাপিয়ে চিত্র সম্পন্ন করা হত।

৪.৩ গ্রাউন্ড প্রিপারেশন

পূর্বে ক্যানভাসে পশুর চর্বি থেকে প্রাপ্ত আঠা লেয়ার দেয়া হত। শিল্পীরা খরগোশ এর চর্বি থেকে প্রাপ্ত আঠা ব্যবহার করেন। রেঁনেসার পর ক্যানভাসে লেয়ার দেয়া হলো সাদা দিয়ে যাকে বলা হয় (Zesso) জেসো। Lead white, Lead carbonet প্রভৃতি দিয়ে Code দেয়া হতো। খরগোশের ত্বক এর আঠা জেসো বা তেলের মিশ্রণ প্রয়োগ করার আগে বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শুধু তেল রঙ এর ক্ষেত্রেই নয় বই বাঁধানো বা দেওয়াল রঙ এর ক্ষেত্রেও এ আঠা ব্যবহার করা হতো। এ আঠা প্রাণীদের ত্বকের জেলটিন রেন্ডার থেকে তৈরি করা হয়। আঠার একটি নির্দিষ্ট ঘনত্বের থেকে এ গ্লু তৈরি হয়। খরগোশের ত্বক এর আঠা ব্যবহার সম্পর্কে কিছু মিথ রয়েছে। বর্তমানে এর বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য গাম বা আঠা বাজারে রয়েছে। র‍্যাবিট স্কিন গ্লু (RSG) বিভিন্ন পর্যায় যথা- ছোট কিউবাকারে, বা (Coarse Gragules) আকারে পাওয়া যায় (https://www.jacksonsart.com)। পানির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায় তাই শুষ্কস্থানে সংরক্ষণ করা জরুরি। RSG আইকা আঠা বা অন্যান্য গ্লু-র মতো নয়, এটি তৈরি করতে প্রচুর পানির প্রয়োজন পড়ে। হালকা গরম পানিতে গ্লু মিশিয়ে তরল করা হয় এবং তরল অবস্থাতেই ক্যানভাসের উপর পাতলাভাবে ব্রাশ করে নিতে হয়। ঠান্ডা হয়ে গেলে গ্লু জেলির মত আঠালো হয়ে পড়ে। ঠান্ডা গ্লুতে উষ্ণ গরম পানি দিয়ে তরল করে নিলে আবার কাঠের প্যানেল, ক্যানভাসে ব্যবহার করা যায়। যখন গ্লু উষ্ণ থাকে এ অবস্থাতেই একই ডিরেকশন এ পাতলা করে কোড দিতে হয়। কয়েক স্তরে দিলে অবশ্যই প্রথম স্তর শুকিয়ে নিতে হবে; বিধায় ফাটল ধরতে পারে। এক ঘণ্টার মত

সময় লাগে শুকানোর জন্য। লিনেন ক্যানভাসে RSG এর কোড দিলে কাপড়ে সংকুচিত হয়ে আসে যা কটন কাপড়ে হয় না। ট্যাডিশনাল জেসো তৈরি হয় **১২:১** RSG এবং সাদা পিগমেন্ট থেকে। সাদা পিগমেন্ট হতে পারে জিপসাম, চক, মার্বেল ডাস্ট প্রভৃতি থেকে জেসো শব্দটি এসেছে জিপসাম শব্দটি থেকে। ক্যানভাসে একই ডিরেকশন এ কোনাকোনি এবং শেষে কোনাকোনি ডিরেকশন ও ভেজা ব্রাশের সাহায্য কোড দেয়া হয়ে থাকে। যদি জেসোর মিশ্রণে বুদবুদ চোখে পড়ে অবশ্যই মিশ্রণটিতে ঝাঁকি দিয়ে বাতাসপূর্ণ বাবলগুলা দূর করে নিতে হবে। অনেক শিল্পী মনে করেন RSG জেসোতে ব্যবহার Acrylic মাধ্যমের জন্য উপযুক্ত কারণ বাতাসে থাকা জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে এসে বাতাস থেকে পানি শোষণ করে, ফলে আঠাগুলো ফুলে উঠে বা সংকুচিত হয়ে যায়। এতে করে তৈলচিত্র কর্মে ফাটল দেখা দেয় ফলে বছরের পর বছর তৈলচিত্র সংরক্ষণও কঠিন হয়ে পড়ে। আধুনিক শিল্পীরা আপেক্ষিক বেশি আর্দ্রতার দরুণ RSG ব্যবহারে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। এর বদলে বাজারজাতকৃত অন্যান্য গাম বা আঠা মিশিযে কাজ করতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বর্তমানে Titeneum white, আইকা আঠা, চক পাউডার প্রভৃতি দিয়ে কোড দেয়া হয়। যা এক ধরণের টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড এর এক্রেলিক বাইন্ডার। এক্ষেত্রে একাধিকবার জেসো লিনেন ক্যানভাস এর উপর তেলের আস্তরন দিয়ে আয়রন করা হত। মসৃণতার দরুন এতে Photorealishtic চিত্র অঙ্কন সম্ভব।

এমনকি বিভিন্ন রঙ দিয়েও জেসো বানানো যায়। টেক্সাচারযুক্ত পৃষ্ঠে এবং রন্ধ্র যুক্ত পৃষ্ঠে হচ্ছে oil paint ভালো রাখার জন্য জেসোর লেয়ারটি দেয়া হয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় সাদা। জেসোর লেয়ার ঠিকঠাকভাবে দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লেয়ার বেশি ভারী হয়ে গেলে পেইন্টিং ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার অত্যাধিক বা অমসৃন জেসো হলে তা কাজের উপরেও উঠে আসে অথবা খুলেও আসতে পারে। আধুনিক অনেক শিল্পীরা জেসোর লেয়ারের পর আঠার লেয়ার দিয়ে মর্সৃণ করার জন্য শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে পৃষ্ট মসৃণ করে নেন। তার উপর বানানো জেসোর প্রলেপ দিয়ে থাকেন। বাজারজাত আইকা আঠা চক পাউডার ও টেটেনিয়াম মিশিয়ে এ প্রলেপ দেয়া হয়। ১ ভাগ আইকা আঠা, ১ ভাগ চকপাউডার ও ১ ভাগ টিটেনিয়ামের সাথে ৩ ভাগ পানি মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে প্রলেপ দেয়া হয়। ১ম প্রলেপ শুকানোর পর ২য় বার আবার জেসোর প্রলেপ দিয়ে শেষে শুধু ১ ভাগ আইকা আঠা পানি দিয়ে মিশিয়ে প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে ক্যানভাস চিত্রকর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বাজার থেকে ক্রয়কৃত ক্যানভাসে জেসোর একটা লেয়ার দেয়া থাকে। যদি লেয়ার দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে একবার জেসো দেওয়াই যথেষ্ট। অন্যথা জেসোর পুরুত্ব বেশি হলে চিত্রে ফাটল দেখা দিতে পারে অথবা তেলরঙ চাপানোর সময় রঙ ঠিকমতো ক্যানভাসে নাও বসতে পারে। গ্রাইন্ড তৈরি করার জন্য অনেক শিল্পী সলভেন্ট বা তারপিনের মধ্যে

বারনসিয়েনা বা আমবার রঙ পাতলা করে গুলিয়ে একটা লেয়ার দিয়ে নেন, এতে করে তেলরঙ চাপানো অনেক সহজতর হয়।

৪.৪ বার্নিশ

ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতিতে করা তেল রঙের প্রচুর চিত্রকর্ম বিশ্বের জাদুঘরগুলোতে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। শত বছর পুরোনো চিত্রকর্মগুলোর সঠিক করণকৌশল এবং রক্ষণাবেক্ষণ চিত্রকর্মগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে সে সময়কালের ভিজুয়ালাইজেশন করাতে সক্ষম। জেসো দ্বারা গ্রাউন্ড প্রিপারেশন এর মাধ্যমে শুরু করে বার্নিশ দ্বারা শেষ করা একেকটি চিত্রকর্ম সাক্ষ্য বহন করে, চিত্রকরের ভাবনা, চিন্তা, চেতনা ও অত্র সময়কালের। একেকটি তৈলচিত্র সঠিকভাবে শুকোতে ৬০ থেকে ৭০ বছর লেগে যায় (https://www.winsornewton.com)। তবে করণকৌশলগত পদ্ধতির বিভাজনের দরুন একেকটি তেল রঙ শোকানোর সময়কাল একেকরকম। পুরোপুরিভাবে শুকানোর পর তেলরঙের ক্যানভাসে বার্নিশ এর স্তর এর প্রলেপ দেয়া হয়। এতে চিত্রকর্ম বছরের পর বছর ময়লা ও ফাটল ধরা থেকে বিরত থাকে, সংরক্ষণ করা সহজ হয়।

বার্নিশ মূলত পরিষ্কার কোট এর আবরণ যাতে তেলরঙ সুরক্ষিত থাকে। যাতে শুধু ময়লা নয় সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকেও ছবিকে সুরক্ষিত রাখে। তেলরঙ পুরোপুরি শুকানোর পর হালকা ঝাপসা হয়ে যায়। উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য গ্লাস বার্নিশ ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ম্যাট বার্নিশ রয়েছে। ক্লাসিক্যাল সময় অর্থাৎ পূর্বে বার্নিশ বানিয়ে করা হত।

তেলরঙকে চকচকে, উজ্জ্বল দেখানোর জন্য বাইন্ডার বা তেলের সাথে সামান্য বার্নিশ মিশিয়ে নিলে চকচকে রঙ পাওয়া যেত। কৃষ্ণলাল দাশের 'শিল্প ও শিল্পী' ১ম খন্ড বই থেকে বার্নিশ এর বিষয়ে জানা যায়।

"কাজ করার সময় তিসির তেল, পোস্তবীজের তেল, ল্যাভেন্ডার মঞ্জরি তেল বা ওয়ালনাট তেল মিশিয়ে ক্যানভাসে Oil Paninting করলে, বানানো রঙ শীঘ্র শুকিয়ে যায়। তিসির তেল গুলে তার সঙ্গে বার্নিশ মিশিয়ে নিলে বার্নিশ পেইন্ট বা চকেচকে রঙ পাওয়া যায়" (দাশ, ১৯৯০; ১২৭)।

বার্নিশ দেওয়ার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল- বন্ধ কোন জায়গা, যেখানে বাতাস চলাচল করতে পারে এবং অবশ্যই ময়লামুক্ত হতে হবে। কারণ, একবার ময়লা জাতীয় কিছু লেগে গেলে তা উঠানো কোনভারেই সম্ভব নয়। চিত্রকর্মকে সমান জায়গায় শুইয়ে বার্নিশ করতে হবে। তাতে সমান ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সামান্য পরিমাণে বার্নিশ নরম ব্রিস্টলযুক্ত ব্রাশ বা সেবল ব্রাশে লাগিয়ে উপর থেকে নিচে সমভাবে ক্যানভাসে লাগিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে ব্রাশিং করলে

পরের স্টেপ-এ আবার একইভাবে বার্নিশ টানতে হবে। সমানভাবে পুরো ক্যানভাসে বার্নিশের একটি পাতলা প্রলেপ দেয়াই যথেষ্ট। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর নিজস্ব ধরনের বার্নিশ পাওয়া যায়। তেলরঙের জন্য লিনসিড তেল এবং রেজিন মেশানো বার্নিশ ভালো কাজ করে। অনেক বার্নিশ সময়ের সাথে হলুদাভাব হয়ে যায়। পরবর্তীতে মিনারেল স্পিরিট এবং তারপিনের সাহায্যে বার্নিশ তুলে আবার নতুন করে প্রলেপ দেয়া যায়। যে চিত্রকর্মগুলো ক্লাসিক্যাল, রেঁনেসা যুগের বা বহু প্রাচীন সেগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়। Dammar Varnish তেলরঙ এর বার্নিশের উদাহরণ (https://www.winsornewton.com)। বার্নিশ তৈরির নিয়ম কৃষ্ণলাল দাশ তার 'শিল্প ও শিল্পী' বইয়ের **১**ম খন্ডে আলোচনা করেছেন।

"উপকরণ- বিশুদ্ধ গাম- মার্স্টিক (Gum Mastic) বাজারে রুবী মুস্তকী নামে যে জিনিস পাওয়া যায়, গাম মাস্টিক (Gum Mastic) দেখতে আকারে ঐরকম হলেও রুবী অস্বচ্ছ একটি হলদে মত, আর গাম-মাস্তিক (Gum Mastic) একেবারে পরিষ্কার, শুধু কার রুবী মুন্ডকীর মতো। দামেও দুটো জিনিসে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। রুবীর থেকে গাম মাস্তিকর দাম চারগুণ বেশি। অজ্ঞাত লোককে দোকানী, রুবী মুস্তকী দিয়ে বলে একই Gum Mustic বলে। বাথগেট কোম্পানিও ভালো Gum Mastic পাওয়া যায়। স্পিরিট তারপিনে Gum Mustic ভিজিয়ে রাখুন। দুই দিন পরে নেড়ে রেখে দিন। একটা লোহার শিখ (ছাতার) দিয়ে ঘুটতে হবে। একদিন পরে দেখা যাবে গোল ডেলাগুলো গলে গেছে। নিচে একটা তলানি পড়েছে। একটা বোতলে সাবধানে উপরের বার্নিশ ঢেলে নিন এবং তলানির মধ্যে খানিকটা মেথিলেটেড স্পিরিট ঢেলে বেশ করে শিক দিয়ে নেড়ে দুই দিন রেখে দিন। আবার আবার ঘুটে একদিন রাখুন এবং তলানি ফেলে দিন। ঐ তলানি উনুনে দিলে কয়লা ধরে যাবে। এক বা দুই দিন পরে আবার তলানি ফেলে, পরিষ্কার বার্নিশ বের করে নিন, এর একটি সুন্দর গন্ধ আছে; রুবী মুস্তকীতে তা থাকে না। পরিষ্কার বার্নিশ পেতে হলে পাঁচ-ছয়দিন সময় লাগে। এই জিনিসটি বাজারে Picture Mastic Varnish নামে অনেক দামে বিক্রয় হয়। বার্নিশ যদি ঘন হয়, তবে স্পিরিট মিশিয়ে পাতলা করতে হবে। তারপিন মিশিয়েও করা যায়। তারপিন একটু দেরীতে শুকোয়। প্রয়োজনবোধে বার্নিশ দু'বার লাগানো ভালো নয়, তাতে হলুদ দাগ আসতে পারে। Oil Painting এ Picture Mastic ছাড়া অন্য Varnish লাগাবার নিয়ম নেই। পরবর্তীতে Varnish লাগাতে হলে সাবধানে ফিকসেটিভ লাগিয়ে পরে বার্নিশ দিতে হবে। এ বার্নিশ শীঘ্র নষ্ট হয় না। হাতে আঁকা যে কোন জিনিসে বা ছবিতে Mastic Varnish ই সবচেয়ে ভালো বার্নিশ। যদি কোথাও বিশুদ্ধ Mastic Varnish না পাওয়া যায়, তবে রুবী মুস্তকী দিয়েও বার্নিশ বানানো যায়। এ বার্নিশেও পূর্বের পদ্ধতিতে তৈরি করতে হয়। রঙ একটু লালচে ধরনের হয়-তাতে ছবি উপর হালকা দাগ পড়ে" (দাশ, ১৯৯০; ১৯১)।

৫. উপসংহার

তেলরঙ তার নিজস্ব ঐতিহ্য রক্ষার্থে শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে সদা বিবেচিত। আদিম যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত উপাদানসমূহের পরিবর্তন তেল রঙকে করেছে আরও সমৃদ্ধ। বর্তমানে শিল্পশিক্ষার্থীগণ এবং শিল্পীগণ এক্রেলিক বা পলিমার ইমালশন বা সিনথেটিক রঙ ব্যবহারে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। স্বল্প সময়ে শিল্প রচনা এবং দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ার দরুন এ মাধ্যমগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তথ্য প্রযুক্তির অধিকতর উন্নয়নের যুগে ডিজিটাল আর্ট আরেকটি জনপ্রিয় মাধ্যাম। তবে এক্রেলিক এবং ডিজিটাল আর্ট দুই ক্ষেত্রেই তেল রঙের ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়। ইতালিয়ান রেঁনেসার স্টাইল ডিজিটাল আর্ট করার ক্ষেত্রে এখনও অনুসরণ করা হয়ে থাকে। শিল্পশিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিগতভাবে যতই দক্ষ হয়ে উঠুক না কেন, ঐতিহাসিক মাধ্যমগুলোর পরিচয়, তার সঠিক ব্যবহার জানা অত্যাবশ্যক। ডিজিটাল মিডিয়া এবং এক্রেলিক দুই মাধ্যমেই তেলরঙের ইফেক্ট আনা সম্ভবপর হয়েছে। যদি তেলরঙের সঠিক করণকৌশল অজানা থেকে থাকে তবে প্রযুক্তিগতভাবেও উন্নতি করা সম্ভবপর হবে না। তাই বলা যায়, একাডেমিক নিয়মে তেলরঙের ব্যবহারিক দিক প্রয়োগ করার সাথে সাথে এর সম্পর্কিত ইতিহাস, উপকরণগুলোর পরিচয় বিষয়ক প্রবন্ধটি শিল্পশিক্ষার্থীদের জানার স্বল্পতা কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারবে বলে গবেষকরা মনে করেন।

তথ্য নির্দেশিকা

১. দাশ, কৃষ্ণলাল (জুন, ১৯৯০), পশ্চিম বঙ্গরাজ্য পুস্তক পর্ষদ সরকারের একটি সংস্থা, পৃঃ ১১৮; পৃঃ১২৭; পৃঃ১৯১।

২. সাত্তার, ড. আব্দুস (আগষ্ট ১৯৮৯), ক্রিয়েশন, ১৯১, ড. কুদরত-ই খুদা রোড, ঢাকা, পৃঃ ৬২।

৩. সামাদ, এবনে গোলাম (জুন ২০০৬), মানুষ ও তার শিল্পকলা আনোয়ার ২০ রিদী ম্যাগনান ওপাস, ১২ আজিজ সুপার মার্কেট, দোতলা, শাহবাগ, ঢাকা, পৃঃ ১৯৪।

৪. দাশগুপ্ত, চন্দ্রিমা; ঘোষ, অরবিন্দ (আগষ্ট ২০১৭), শ্যামল সাউ, শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টার্স, ৩০ এ ক্যানাল ইস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১১, পৃঃ ২০।

৫. চন্দ্র, অরুপ (অক্টোবর ২০১৬), অরিন্দম চন্দ্র/বাসভূমি প্রকাশন, বহরামপুর, মুর্শিদাবাদ, পৃঃ ২৫-২৬।

৬. https://www.themanshallyallery.com/past/7357-the evoluation of oil painting from classical to contemporary. অনুভ্রমণঃ ১.৩০ মিনিট; তারিখ:১৭.১২.২০২৩

৭. www.escapemotions.com/blogla-brief-history of oil painting. অনুভ্রমণ: ১.৪৫ মিনিট; তারিখ:১৭.১২.২০২৩

৮. https://davidcharlesfox.com/the history of oil paint.
অনুভ্রমণ: ২.৩০ মিনিট; তারিখ:১৭.১২.২০২৩

৯. https://www.winsornewton.com/ha/articles/colours/history of paints.
অনুভ্রমণ: ২.৩৫ মিনিট; তারিখ:১৭.১২.২০২৩

১০. https://www.lefnancbourgeois.com অনুভ্রমণ: ৮.৩০ মিনিট; তারিখ:১.১.২০২৪

১১. https://www.artsupplles.ca.uk>blog অনুভ্রমণ: ৯.০০ মিনিট; তারিখ:৪.১.২০২৪

১২. https;//www.martin-missfeldt.com অনুভ্রমণ: ৯.১৫ মিনিট; তারিখ:৫.১.২০২৪

১৩. www.ouirpastime.com. By: Stacytaylor October 03, 2017 অনুভ্রমণ: ২.৩০ মিনিট; তারিখ:৫.১.২০২৪

১৪. https://www.craftsy.com অনুভ্রমণ: ১২.০০ মিনিট; তারিখ:৭.১.২০২৪

১৫. https://www.britannica.com অনুভ্রমণ: ১.০০ মিনিট; তারিখ:৭.১.২০২৪

১৬. http://langridgecolours.com অনুভ্রমণ: ২.৩০ মিনিট; তারিখ:৭.১.২০২৪

১৭. https://sewport.com অনুভ্রমণ: ২.৩০ মিনিট; তারিখ:৮.১.২০২৪

১৮. http://www.montmarte.com অনুভ্রমণ: ৮.০০ মিনিট; তারিখ:১৩.১.২০২৪

১৯. https://webartacademy.com অনুভ্রমণ: ৯.৩০ মিনিট; তারিখ:১৭.১.২০২৪

২০. https://www.usaoncanvas.com অনুভ্রমণ: ৯.৩৫ মিনিট; তারিখ:১৭.১.২০২৪

২১. https://en.wikipedia.org/wiki/oil-paint অনুভ্রমণ: ১০.০০ মিনিট; তারিখ: ২০. ১. ২০২৪

২২. https://www.lindahall.org অনুভ্রমণ: ২.৩০ মিনিট; তারিখ:২০.১.২০২৪